দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

01 JAN 1989

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্প

বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য সম্পর্কে সরকারী মূল্যায়নে সন্দেহ প্রকাশ

॥ কাশেম হুমায়ুন ॥

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়) প্রকল্পের মূল লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ ১৯৯০ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত বাস্তবায়ন করা সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীন স্কুলগৃহ নির্মাণ কাজের কিছু অগ্রগতি হলেও স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার নগণ্য। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি না হওয়ার কারণের মধ্যে এটা অন্যতম বলে সাম্প্রতিক এক সরকারী পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ছাত্র-

(শেষ পৃ:২-এর ক: দ্র:)

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন

(১ম পাতার পর)

ছাত্রীর ভর্তির হারের লক্ষ্যমাত্রা ৯০ ভাগ হতে হ্রাস করে ৭০ ভাগে ধার্য করা হয়। এই নিম্নতর লক্ষ্যমাত্রাও কতদূর অর্জিত হয়েছে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৭১ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

এই তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বলেছে যে, প্রথমত: বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীর সঠিক সংখ্যা নির্ধারিত হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত: বছরের শুরুতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নতুন বই ও খাতা প্রাপ্তির লোভে অনেক ছাত্রের উপস্থিতি ঘটে এবং তাদের নাম খাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা যায়, ছাত্র সংখ্যার উপস্থিতির হার গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ হয়ে থাকে। শহরের চেয়ে পল্লী অঞ্চলে ছাত্র অনুপস্থিতির হার আরো অনেক বেশী। এছাড়া বিদ্যালয়ে ভর্তির হার সম্পর্কে যে তথ্য বিদ্যালয় হতে উপজেলা জেলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংগৃহীত হয় তাতে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রভর্তি সংক্রান্ত রেজিষ্টারের সাথে মাসিক রিপোর্টের কোন মিল থাকে না।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাম্প্রতিক এক জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপে বিদ্যালয় নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক হয় না। পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন বর্ষাকালে প্রায় ৫০ ভাগ বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। অথচ শহর অঞ্চলের উত্তম বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। আই,এম,ই বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা মাটিতে বসে অথবা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করেছে।

সারা দেশে মোট ৪৪ হাজার ৬৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭ হাজার ৩শ ৫৪টি হচ্ছে রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়। সরকার সম্প্রতি প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে মোট ১ হাজার বিদ্যালয় সরকারীকরণ করেছে। সুষ্ঠু নীতিমালা ও সম্পদের অভাবে অবশিষ্ট স্কুল সরকারীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয় ছাড়াও অনেক বেসরকারী বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে স্থানীয় যুবকরা শিক্ষাদান করছে।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সুপারিশে বলা হয়েছে যে, একসাথে এতগুলো বিদ্যালয় সরকারীকরণ সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণসহ আপাতত প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঠিক ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা জরিপ করে বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের ন্যায় এক্ষেত্রেও ৭০ ভাগ সরকারী অনুদান দেয়া যেতে পারে।